



118309 - ওয়াকফ সম্পদ ও জাতীয় সম্পদরে উপর কোন যাকাত নহে; এমনকি সটোকো বনিয়োগে খাটানো হলেও

প্রশ্ন

ওয়াকফ সম্পত্তি দিয়ে বনিয়োগ করা হলে তাতে কি যাকাত ওয়াজবি হবে? যমেন— রাষ্ট্র যো প্রজেক্টগুলো চালু করে থাকে এবং যো গুলোর মুনাফা রাষ্ট্রীয় ফান্ডে জমা হয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ওয়াকফ সম্পত্তিতে কোন যাকাত নহে। যহেতু এ সম্পত্তি কারো ব্যক্তি মালকিনাধীন নয়; চাই সো সম্পত্তি বনিয়োগে লাগানো হোক; কথিবা না লাগানো হোক। যদি ওয়াকফকৃত সম্পত্তি বনিয়োগে লাগানো হয় তাহলে এর আয় ওয়াকফকারী যো খাতগুলো নরিধারণ করে গেছেন সো খাতগুলোতে বণ্টন করা হবে; যমেন— গরীব-মসকীন, বয়োবৃদ্ধ মানুষ, তালবিল ইলম প্রমুখ। যো ব্যক্তি ওয়াকফ খাত থেকে কোন সম্পদ পলে সটো যদি নসোব পরমিণ হয় কথিবা অন্য সম্পদরে সাথে মলি নসোব পরমিণ হয় এবং এর এক বছর পূর্ণ হয় তাহলে তাকে এ সম্পদরে যাকাত দিতে হবে। যহেতু এটি ব্যক্তি মালকিনাধীন সম্পদ এবং যাকাত ওয়াজবি হওয়ার শর্তাবলী এতে পূর্ণ হয়েছে।

স্থায়ী কমিটির আলমেগণকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছে:

"কোন এক গোত্র একটি তহবলি গঠন করেছে। এ তহবলিকে তারা এ গোত্ররে উপর যো সব রক্তমূল্য ধার্য হয় সগুলো পরিশোধে জন্য খাস করে রেখেছে। এ অর্থ দিয়ে তারা ব্যবসাতে বনিয়োগ করেছে। এতে যো লাভ হয় সটোও রক্তমূল্য পরিশোধ করার জন্য। এ অর্থরে উপরে কি যাকাত আসবে; নাকি আসবে না? যদি ব্যবসা করা না হয় তাহলে কি যাকাত আসবে; নাকি আসবে না? গোত্ররে লোকরো কি এ তহবলি তাদরে স্বর্ণ-রৌপ্যরে যাকাত দিতে পারবেন?

জবাবে তাঁরা বলেন: যো উল্লেখ করা হয়েছে যদি বাস্তবতা সটোই হয় তাহলে উল্লেখিত সম্পদরে উপর যাকাত আসবে না। যহেতু এ অর্থ ওয়াকফকৃত সম্পত্তির মত; চাই সটো অলস অর্থ হোক কথিবা ব্যবসাতে বনিয়োগকৃত অর্থ হোক। এ তহবলি যাকাত দেওয়া জায়যে হবে না। কেননা এ তহবলি গরীবদরে জন্য খাস নয়। কথিবা যাকাত বণ্টনরে অন্য কোন খাতরে জন্যও খাস নয়।"[সমাপ্ত] [ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমি (৯/২৯১)]



শাইখ উছাইমীন (রহঃ) গ্রাম্য সমিতির ব্যাপারে বলেন, যে সমিতির সদস্যরা মাসকি একটা চাঁদা দিয়ে এবং উক্ত চাঁদার অর্থ এক্সডিন্টের ক্ষতিপূরণ, রক্তমূল্য পরিশোধ এবং ব্যয়ে করার জন্য কারো ঋণে প্রয়োজন হলে তাকে ঋণ দেওয়ার জন্য জমা করা হয়: "এ তহবিলের অর্থের উপর যাকাত নাই। কেননা এটি সদস্যদের মালিকানাধীন নয়। বরং এ অর্থের নরিদ্ষিট কোন মালিকি নাই। আর যে অর্থের নরিদ্ষিট কোন মালিকি নাই সে অর্থের উপর যাকাত নাই।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৮/১৮৪)]

তিনি আরও বলেন: "রাষ্ট্রীয় সম্পদ বায়তুল মালে (রাষ্ট্রীয় কৌশাগারে) জমা হয়। এর কোন নরিদ্ষিট মালিকি নাই। তাই এ সম্পদের উপর যাকাত নাই।"[শারহুল কাফী থেকে সমাপ্ত]

সারকথা: রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা ওয়াকফকৃত সম্পদের উপর যাকাত নাই। যহেতেু এসব সম্পদের নরিদ্ষিট কোন মালিকি নাই; চাই এসব সম্পদ বনিয়োগে খাটানো হোক কিংবা না খাটানো হোক।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।